পুস্তক প্রকাশনার ভবিষ্যৎ

বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৬ শুরু হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও এই গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ করে প্রচুর নতুন বই আসবে। অনেক নতুন লেখকের আবির্ভাব ঘটবে। পুরো এক মাস ধরে বই নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাস বজায় থাকবে। এক মাসব্যাপী গ্রন্থমেলা পৃথিবীর আর কোথাও হয় বলে আমি জানি না। একজন প্রকাশক হিসেবে আমার ভাবতে ভাল লাগে যে, বছরের প্রতি ১২ দিনের একদিন আমরা বইমেলা করি, বইকে নিয়ে থাকি। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ছাড়া আর কোথাও বাংলা একাডেমির মেলার মতো এত লোকসমাগম হয় না।

যে দেশে প্রতি ১২ দিনের একদিন গ্রন্থমেলায় অতিবাহিত হয়, ওই মেলা উপলক্ষেই তিন হাজারের অধিক বই প্রকাশিত হয় এবং হাজার হাজার উৎসুক মানুষের সমাগম হয় সে দেশে সৃজনশীল বই প্রকাশের কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। বাস্তবতা কিন্তু বিপরীত। পুস্তক প্রকাশনা ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যাগুলোর ধরন এমনই যে, এসবের রাতারাতি কোন সমাধানও নেই। নিচে কয়েকটি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করা হলো-

সীমিত পাঠপ্রবণতা

বাংলাদেশে সৃজনশীল বইয়ের পাঠক অতি অল্প। ফলে বইয়ের ক্রেতা অত্যন্ত কম। জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম না হলেও তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস নেই। ফলে বইয়ের চাহিদাও নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্য বই পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পাঠাভ্যাস সৃষ্টির অনুকূল নয়। মনে রাখতে হবে যে, পাঠাভ্যাস একটি অভ্যাস, এটিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়। আর যেসব অভিভাবক এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করে নিজের সন্তানদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে চান তাদের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অহেতুক কতিপয় পাবলিক পরীক্ষার প্রচলন এবং এসব পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিকতা। স্কুল-কলেজে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য বইয়ের পঠন-পাঠন ছাত্রছাত্রীকে কোন বাড়তি সুবিধা তো দেয়ই না, উপরন্ত জিপিএ-এর উচ্চ গ্রেড পেতে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে জনসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে পাঠাভ্যাস প্রায় নেই। ফলে দেশে একটি কার্যকর পাঠাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না। বিদ্যমান পাঠাগারগুলো কার্যত টিম টিম করে জ্বলছে, সেগুলো বইয়ের চাহিদা সৃষ্টি করছে না, পাঠক সৃষ্টি করছে না।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতার অভাব

জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস ও বই কেনার প্রবণতার অভাব থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতার উপস্থিতি পুস্তক প্রকাশনাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করে। সরকার এই পাঠাগারগুলোকে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করলে এবং ওই সব প্রতিষ্ঠান বরাদ্দের টাকায় বই কিনলে বাজারে বইয়ের চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে। কাগজে-কলমে আমাদের দেশে অনেকগুলো সাধারণ পাঠাগার থাকলেও এগুলো নামমাত্র চালু আছে। এসব পাঠাগারের সদস্যসংখ্যা খুবই সামান্য। তাই সদস্য চাঁদায় এগুলো চলতে পারে না, নতুন বই কেনা তো দূরের কথা। সরকার এগুলোর কোন কোনটিকে বছরে কিছু আর্থিক অনুদান ও বই দিয়ে

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ছাড়া আর কোথাও বাংলা একাডেমির মেলার মতো এত লোকসমাগম হয় না

থাকে। সেই অনুদান অত্যন্ত কম এবং বইয়ের নামে যা দেয়া হয় সেগুলোকে আবর্জনা বলাই শ্রেয়। কতগুলো অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বই তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের পছন্দের ও প্রয়োজনের কথাটি কর্তৃপক্ষ পাত্তা দেয় না। প্রচলিত রীতি হলো- পাঠকের চাহিদা ও বিভিন্ন সূত্র থেকে বইয়ের খবর সংগ্রহ করে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করবে এবং সে অনুযায়ী বই কিনবে। কিন্তু এই প্রচলিত রীতিটি এখানে প্রতিপালিত হয় না। এই হলো বেসরকারী সাধারণ পাঠাগারগুলোর অবস্থা। অপরদিকে জেলা স্তর পর্যন্ত যেসব সরকারী গণপাঠাগার রয়েছে সেগুলোর জন্যও বই কেনা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে। গণগ্রন্থাগার অধিদফতরও তৃণমূল থেকে চাহিদা সংগ্রহ করে না বা তাদের চাহিদা জানার ব্যবস্থা করে না। ইচ্ছামাফিক তথাকথিত কমিটির মাধ্যমে বই নির্বাচন করা হয় এবং সুবিধা বণ্টনের নীতি অনুসরণ করে বরাদ্দ অর্থ প্রকাশক অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া হয়। এখানে মুড়ি ও মিছরির একই দাম। বই নির্বাচনে ব্যাপক গাফিলতি আছে। আরও উল্লেখ করা যায় যে, গণগ্রন্থাগার অধিদফতরে বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ পরিমাণে খুবই সামান্য। ওই অর্থ দিয়ে দেশের সৃজনশীল প্রকাশনার পুস্তক অতিসামান্যই কেনা সম্ভব। স্কুল-কলেজের পাঠাগারের বলতে গেলে অস্তিত্বই নেই। বই কেনার জন্য এদের কোন বরাদ্দ আছে কি-না সন্দেহ। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাঠাগার পরিচালনা করার মতো সংগঠক শিক্ষক বর্তমান স্কুল-কলেজগুলোতে নেই। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পাঠাগারের বইয়ের চাহিদা মূলত বিদেশী বই ও জার্নাল। এদের বাজেটও খুবই কম থাকে। বিদেশী বই ও জার্নালের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে দেশী বই কেনা এসব পাঠাগারের জন্য অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বই কেনাকাটা অতিসামান্য এবং এটি এতই সামান্য যে, দেশের পুস্তক প্রকাশনাকে তা অতিঅল্পই সাহায্য করতে পারে।

লেখক-সঙ্কট

সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও একজন ভাল লেখক তাঁর পাঠক এবং বইয়ের চাহিদা সৃষ্টি করতে পারেন। জনপ্রিয় লেখক সীমিত পাঠকের মধ্যে তো বটেই; উপরন্ত সেই গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন পাঠককে আকর্ষণ করেন। তাঁকে দিয়ে বই কেনান। আমাদের দেশে এক হুমায়ূন আহমেদ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন সফল লেখক জন্মগ্রহণ করেননি। জনপ্রিয় লেখক ছাড়াও বছরে কমপক্ষে পাঁচশত কপি বই বিক্রি হয় এমন লেখকের সংখ্যা হাতেগোনা। আমরা প্রকাশকরা একটি বই ভালভাবে প্রকাশ করতে যা যা প্রয়োজন, যেমন সুন্দর প্রচ্ছদ, ভাল কাগজ, ভাল মুদ্রণ, ভাল বাঁধাই সবকিছুই করি। তারপরও যে বই প্রকাশিত হয় তা বিক্রি হয় না। সম্ভবত বইয়ের অন্যতম উপাদান লেখকের রচনা, তাতে ঘাটতি থাকার কারণে বই পাঠক ও ক্রেতাকে আকর্ষণ করে না। লেখার প্রতিভা যেমন সহজলভ্য নয়, তেমনি লেখার দক্ষতা অনেক পরিশ্রমে আয়ত্ত করার জিনিস। আমাদের প্রতিভাবান লেখক হয়ত আছেন, কিন্তু দক্ষতা অর্জন করে প্রতিভা ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে পাঠককে আকর্ষণ করার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে অবহেলা আছে। আমাদের লেখকরা পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসাকে সফল ও লাভজনক করার ব্যাপারে প্রকাশকদের অতিসামান্য সাহায্য করতে পারেন।

তাই পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো অতিসত্বর নিরসন হওয়ার মতো বিষয় নয়। সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিয়ে চেষ্টা করে গেলে অনেক দিনের চেষ্টায় আমরা কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছতে পারব। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ও উদ্যোগ কোথাও নেই। জাতীয় স্তরে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে- কোথাও তেমন চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অথচ ওই লক্ষ্যে প্রথম কাজ হিসেবে ১৯৯৪ সালে সবাই মিলে একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ক্যাবিনেটে সেটি পাসও হয়েছিল। ওই গ্রন্থনীতি অনুসরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিলে এতদিনে আমরা তার সুফল পেতে পারতাম।

আমি এ কথা বলে উপসংহার টানতে চাই যে, বাংলা একাডেমির মেলা যত আকর্ষণীয় ও সফল হোক না কেন বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনা সমস্যাটি জটিল আবর্তে পড়ে রয়েছে।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা একান্ত জরুরী। সবাইকে একযোগে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে তার বাস্তবায়নে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় গ্রন্থনীতি-১৯৯৪ এ বিষয়ে পথনির্দেশিকা হতে পারে।

তারিখ ... 23 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ...